তারিখ 15 JAN 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম 5

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্র ও গুন্ডামিমুক্ত করিতে হইবে — এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলিয়াছেন, ছাত্রদের নিবিঘ্ন জ্ঞান আহরণের স্বার্থে শিক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সকল ধরনের অস্ত্র ও গুণ্ডামি মুক্ত করিতে হইবে।

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল (মঙ্গলবার) পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর কলেজ ময়দানে এক জনসভায় বলেন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহকে সকল ধরনের রাজনীতি হইতে দূরে রাখিতে হইবে। এই দায়িত্ব ভাইস চ্যান্সেলর ও শিক্ষক

(১২শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

বৃন্দসহ সকল বিবেকবান নাগরিকদের উপর বর্তায়।

তিনি বলেন, একই সঙ্গে ছাত্র সংগঠনসমূহের তৎপরতা ছাত্র ও শিক্ষা সমস্যার মধ্যে সীমিত রাখা উচিত।

জনসভায় আলানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন, শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার এবং যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী মিঃ সুনীল গুপ্তও বক্তৃতা করেন। 'ঙ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, ১৯৭২ সাল হইতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার কোন সুষ্ঠু পরিবেশ নাই। অস্ত্রের ঝনঝনানিসহ বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপে কেবল শিক্ষার পরিবেশই বিঘ্নিত হয় নাই, শিক্ষার মানও অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে।

নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ সম্পর্কে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এই ছাত্র সংগঠনটি অতীতে কিংবা বর্তমানে কোন রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠন নয়। তাঁহার কর্মসূচী ও নীতির প্রতি সমর্থন জানাইয়া ১৯৮৩ সালে এই সংগঠনটির জন্ম হয়, যখন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ৪টি লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া এই ছাত্র সংগঠনটির জন্ম হয়। এগুলি হইতেছে : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা, ছাত্রদের রাজনীতি হইতে দূরে রাখা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের অংশগ্রহণ।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, ইহা খুবই সন্তোষের বিষয় যে, শিক্ষকসহ অনেকেই আজ শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার দাবী জানাইতেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট তথাকথিত ছাত্র দুষ্কৃতকারী ও অস্ত্র তুলিয়া দেওয়ার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। একই সঙ্গে উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিরাগতদের বহিষ্কার করার ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা তাহাদের কর্তব্য।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস-চ্যান্সেলর ও সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন, তাঁহারা সত্যিকারভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্র ও গুণ্ডামিমুক্ত দেখিতে চাহিলে তাহাদের লক্ষ্য রাখা উচিত কোমলমতি ছাত্রদের বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে না পারেন।

প্রেসিডেন্ট সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিণত করার জন্য কাহাকেও লাইসেন্স প্রদান করা যাইতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ জনসভায় ঘোষণা করেন যে, পিরোজপুর-নাজিরপুর মাটিডাঙ্গা সড়ক পাকা করা হইবে। তিনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যও আর্থিক মঞ্জুরী ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট নাজিরপুর পৌঁছিলে সর্বস্তরের জনগণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়।